দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 22 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৯

রায়হান আহমেদ

শিক্ষা হোক না সবার ওপরে

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে নানা সংকট। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়ার উল্লেখযোগ্য মানোন্নয়ন নেই। শিক্ষার নামে শুধু চলছে বাণিজ্য। ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি, পাঠাভ্যাসে অমনোযোগ, শিক্ষকের পাঠদানে নিরুৎসাহ, শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রাইভেট পড়ানো সবই শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায়। কোচিং সেন্টারগুলো দখল করে নিয়েছে শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম। অনেক ক্ষেত্রে নেমে এসেছে অনিয়ম, অরাজকতা। এক সময় শুরু হয়েছিল নকলের মহামারী।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন– সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। কিন্তু আমরা শুধু শিক্ষিতই রয়ে গেলাম, সুশিক্ষিত হতে পারলাম না। এখনো আমরা ন্যায়-অন্যায় বোঝার চেষ্টা করি না। সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়াস রাখি না। আমাদের মানবিক গুণের কথা ভাবি না। প্রমথ বাবু, তাহলে আমরা কেমন করে নিজেদের সুশিক্ষিত বলে পরিচয় দেব? শুধু উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন করলেই কি প্রকৃত শিক্ষা অর্জন হয়ে যায়? প্রকৃত শিক্ষা ন্যায়-অন্যায়ের বোধ আর মনুষ্যত্ব ছাড়া কী করে সম্ভব? অন্যদিকে রবিঠাকুর বলেছেন, 'জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার মই হচ্ছে শিক্ষা। কিন্তু আমরা শুধু সেই জীবসত্তার মধ্যেই আবদ্ধ রয়ে গেলাম। মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারলাম না। অন্যায়, অসত্য আর অমঙ্গলের চিন্তা থেকে যতদিন না আমরা মুক্ত হতে পারছি, ততদিন আমরা শুধু জীবই হয়ে থাকব। মানবসত্তায় পৌঁছাতে পারব না। লেখাপড়া শেষে একটি সনদপ্রাপ্ত হয়ে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করাই শুধু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয়, একজন মানুষকে অবশ্যই চরিত্রবান, সৎ, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুশিক্ষায় আলোকিত সুনাগরিক সমৃদ্ধ মানবিক, উন্নত সমাজ নিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

বর্তমানে নকলপ্রবণতা কমলেও শুরু হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জয়জয়কার। এ থেকে বাদ যাচ্ছে না দেশের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষাও। শুরু হয়েছে মারামারি, হানাহানি, দখল, টেন্ডার বাণিজ্য, শিক্ষক দলাদলি। শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতিশীল পরিবেশের অন্যতম কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানে অবহেলা। শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে শিক্ষাদানের বদলে আজকাল অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তারা নিজ বাড়িতে; এমনকি স্কুলে বসেই শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ান বাড়তি অর্থের বিনিময়ে, কখনো বা নির্ধারিত ক্লাস বাদ দিয়েই। সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে সরকারি বা বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এমনকি শিক্ষায়তনের শিক্ষকরাও অনেক কোচিং সেন্টারের মালিক বলে জানা যায়। শিক্ষকতাকে তারা নিচ্ছেন এক লাভজনক বাণিজ্য হিসেবে। আর সে কারণে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের লেখাপড়া বাদ দিয়ে কোচিং সেন্টার থেকে শিক্ষার নামে সহজলভ্য পণ্য ক্রয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। অভিভাবকরাও হয়ে পড়েছেন জিম্মি। বিভিন্ন সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কোচিং সেন্টারের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ রয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বাইরে পার্টটাইম কাজের প্রতি আগ্রহের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অথচ এমন একটা সময় ছিল, যখন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকরা রীতিমতো ক্লাস নিতেন। শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখেছে, তা আদায় করে নিতেন। প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারলে, পরীক্ষায় ভালো ফল না দেখাতে পারলে বকাঝকা করেছেন। তারা সবাই ক্লাসের বাইরে সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। পথেঘাটে যেখানেই পেয়েছেন শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করতেন। সে আমলে কোনো শিক্ষকের কাছে অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট পড়ার কথা চিন্তাও করা যেত না। বরং প্রয়োজনে তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষক রুমে এনে বিনা পারিশ্রমিকে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। শিক্ষকতা পেশাকে তারা গ্রহণ করেছিলেন এক মহান ব্রত হিসেবে।

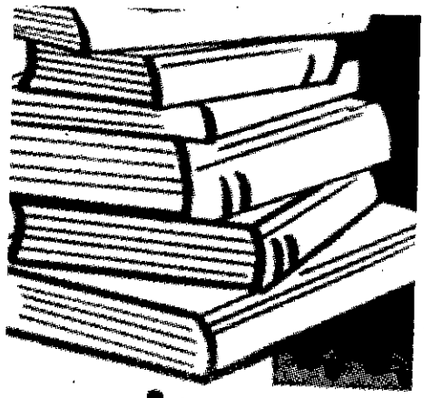

অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুপুরের পর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার মতো এক উদ্বেগজনক খবর বেশ কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। এর কারণ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষের প্রতি অমনোযোগ এবং কোচিং সেন্টারমুখীকে দায়ী করা হয়েছে। সেই সময়ের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি নায়েমের উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বেসরকারি কলেজ শিক্ষা ও তার ব্যবস্থাপনায় হতাশা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই বেসরকারি কলেজ, যা গভর্নিং

বডি দ্বারা পরিচালিত। অনেক ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির কার্যকলাপের ওপর সরকারি পর্যায়ে তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সত্যিকার যোগ্যতা ও মেধা সব সময় যাচাই করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কলেজের আয়-ব্যয় নিয়ে স্বচ্ছতারও প্রশ্ন তোলা হয় প্রতিবেদনটিতে। এসব কারণে শিক্ষার পরিবেশও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষার ফলেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। দেখা যায়, স্নাতক পরীক্ষায় পাসের শতকরা হার খুব কম সময়ই ৫০-এর ওপরে ওঠে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীই পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, এমন নজিরও রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর অনেক শিক্ষার্থীর জীবনে আর কখনো স্নাতক ডিগ্রি লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব সমস্যা উত্তরণে পেশকৃত সুপারিশের মধ্যে বেসরকারি কলেজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন, কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী শিক্ষক এসেছেন। শিক্ষাঙ্গনের অবকাঠামোগত মানোন্নয়নও ঘটেছে যথেষ্ট। যুক্ত হয়েছে অনেক প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা। তার পরও শিক্ষায়তনে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার পেছনে শিক্ষকদের নানারূপ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বিভিন্ন সময় দৃষ্টিগোচরে এসেছে। স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

তা ছাড়া শিক্ষা বিভাগের সামান্য কিছু অসাধু ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে কখনো। এসবের ফলে বাধাগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। একজন শিক্ষক স্কুলে শ্রেণিকক্ষে সঠিক পাঠদান থেকে বিরত থেকে তার দায়-দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হবেন, শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াবেন, তা কোনোমতে মেনে নেওয়া যায় না। সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একজন শিক্ষক ন্যায়নিষ্ঠভাবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন, শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন– এটাই বাস্তবসম্মত এবং একান্ত কাম্য। শিক্ষকের আদর্শেই গড়ে উঠবে শিক্ষার্থীর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্যও তাই। এ ব্যাপারে সন্তানের মা-বাবা, অভিভাবকদের রয়েছে অপরিসীম দায়-দায়িত্ব। তাদের সন্তানের লেখাপড়ার দিকে যত্নশীল হতে হবে, দিতে হবে পর্যাপ্ত সময়। ঘরে বসে নিজের সাধ্যমতো লেখাপড়া শেখাতে হবে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান সে সন্তান কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পারল, তা যাচাই করতে হবে। শুধু স্কুল বা গৃহশিক্ষক, কোচিং সেন্টারের ওপর সন্তানের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায় চাপিয়ে নিজেদের নিশ্চুপ ঘরে থাকলে চলবে না। ঘরের বাইরে তার আদুরে সন্তানটি কোথায় যায়, কী করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান সব অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকের নিয়োগদানসহ কৃতী শিক্ষকদের ইনসেনটিভ দিতে হবে। শিক্ষকদের দিতে হবে বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণ। শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাসে সঠিক পাঠদান প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে নিশ্চিত করতে হবে। গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারনির্ভর শিক্ষার অবসান ঘটাতে হবে। এসব দেখভালের জন্য কঠোর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে। থাকতে হবে উচ্চমানসম্পন্ন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। শিক্ষার্থীদের পাঠাগারমুখী করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। সেখানে পড়াশোনার নির্ধারিত সময় বরাদ্দ রাখতে হবে।

পরিশেষে বলব, শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক। তাদের শরীরচর্চার জন্য খেলার মাঠ, অভ্যন্তরীণ ও মাঠে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ এবং প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি। তা ছাড়া দেশের নতুন প্রজন্মের সব শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগীকে মনেপ্রাণে অনুধাবন করতে হবে, লেখাপড়া শেষে একটি সনদপ্রাপ্ত হয়ে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করাই শুধু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয়, একজন মানুষকে অবশ্যই চরিত্রবান, সৎ, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুশিক্ষায় আলোকিত সুনাগরিক সমৃদ্ধ মানবিক, উন্নত সমাজ নিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিতে হবে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ। সর্বোপরি বলব, শিক্ষাই হোক আমাদের সবার অগ্রযাত্রা এবং শিক্ষা থাকুক সবার ওপরে।

❑ রায়হান আহমেদ : কলাম লেখক, যুক্তরাজ্য